সুরাত ইউসুফ: আয়াতভিত্তিক পর্যালোচনা

সুরাত ইউসুফ মূলতঃ ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের একটি বর্ণনা। ১১১ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাটির ৪র্থ আয়াত থেকে এই বর্ণনা শুরু হয় এবং এটি ১০১ নং আয়াতে সমাপ্ত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রথম ৩টি আয়াত হলো প্রারম্ভিক সূচনা এবং শেষ ১০টি আয়াত সুরাটির উপসংহার টেনেছে। প্রথম এবং শেষ সেকশন দুইটি মূলত যারা এই সুরাটি শুনছে তাদের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। ফলে সুরাটির মূল বিষয়-বস্তুতে ঢোকার পূর্বে প্রথম তিনটি আয়াত থেকে বিশেষ স্মরণ নেয়া এবং সুরাটির মূল বিষয়ের আলোচনার পর শেষ ১০টি আয়াতে এ থেকে কী ধরনের শিক্ষা এবং উপলব্ধি নেয়া যেতে পারে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿1﴾

১. আলিফ-লাম-রা। ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ যা বিষয়সমূহ বিশদ করে।

1 Alif Lam Ra Those are the clear verses of the Scripture that makes things clear and clarify—

الٓرٰ - এগুলো হুরুফ মোকাত্তয়াত-বিছিন্ন বর্ণসমূহ, যেগুলোর অর্থ কেউই জানে না। কুরআনের ২৯টি সুরা এই স্টাইলে শুরু হয়েছে। এগুলো কেন সুরাগুলোর প্রারম্ভে দেয়া হয়েছে তা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু এসবই মানুষের বোঝার প্রচেষ্টা। এগুলোর প্রকৃত অর্থ-তাৎপর্য শুধু আল্লাহ্-ই জানেন।

সুরার প্রথমে এই বিছিন্ন বর্ণসমূহের একটি ব্যাখ্যা হল যে, এটি মানুষকে বোঝায় যে সে সবকিছু জানে না। কারণ মানুষ নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী ভাবতে ভালবাসে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে সেই স্মরণ দেয়া হচ্ছে।

যেসব সুরাসমূহ এই বিছিন্ন বর্ণসমূহ দিয়ে শুরু হয়েছে সেই সুরাগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই বিছিন্ন বর্ণগুলোর পরপরই কুরআন সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। ফলে এখান থেকে ব্যাখ্যা করা হয় যে, এগুলো কুরআনের জ্ঞানের বিশালতা নির্দেশ করছে যার সবকিছুই মানুষ বুঝতে পারবে না। ফলে মানুষ যাতে বিনয়ী হয়ে কুরআন অধ্যয়ন করে। সমস্ত জ্ঞানের মালিক আল্লাহ্। আর কুরআন হল আল্লাহ্ কথা। আল্লাহ্ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞানের কিতাব। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ্'র কাছে বিনয়ী হয়ে আবেদন করতে হবে। শয়তান এই কাজে সবচেয়ে বেশী বাধা দেবে। তাই আল্লাহ্ এই কিতাব অধ্যয়নের পূর্বে শয়তানের বিপরীতে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *১৬:৯৮ সুতরাং যখন তোমরা কুরআন পাঠ করবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও ভ্রষ্ট শয়তানের থেকে।*

১০ নং সুরা থেকে ১৫ নং সুরাগুলোর মধ্যে একটি বাদ (১৩) দিলে বাকী সবাই "আলীফ লাম র" দিয়ে শুরু হয়েছে। ১৩ নং সুরায় "মীম" অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হয়েছে,ফলে সেটি শুরু হয়েছে "আলীফ লাম মীম র" দিয়ে। ফলে এই সুরাগুলোকে একটি গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ফলে "আলীফ লাম র" –এর পর এই ৬টি সুরায় কিতাব সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে তা একসাথে দেখা যেতে পারে যা এই ৬টি সুরার বক্তব্যগুলোর উপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

الر

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ ১০:১ আলিফ, লাম, রা। এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াতসমূহ।

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ ১১:১ আলিফ, লাম, রা। এ গ্রন্থ যার আয়াতসমূহকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করা হয়েছে, তারপর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে পরমজ্ঞানী পূর্ণ- ওয়াকিফহালের তরফ থেকে!

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ ১২:১ আলিফ, লাম, রা। এসব সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ।

۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ **المر** ۚ ১৩:১ আলিফ, লাম, মীম, রা। এসব হচ্ছে গ্রন্থখানার আয়াতসমূহ। আর যা তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তা পরমসত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

۝ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۚ **الر** ১৪:১ আলিফ, লাম, রা। একখানা গ্রন্থ, আমরা তোমার কাছে এ অবতারণ করেছি যেন তুমি মানবগোষ্ঠিকে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনতে পারো, -- মহাশক্তিশালী পরম প্রশংসার্হের পথে,

۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۚ **الر** ১৫:১ আলিফ, লাম, রা। এগুলো হচ্ছে ধর্মগ্রন্থের আয়াতসমূহ, আর একটি সুস্পষ্ট পাঠ্য।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

তিলকা: শ্বাব্দিক অর্থ "ঐটি" (এ বচন স্ত্রীবাচক), নন-হিউম্যান বহুবচনের দিকে নির্দেশ করেছে বলে এটি স্ত্রীবাচক একবচন। ফলে অনুবাদ হবে বহুবচন হিসেবে, ফলে প্রাথমিক অর্থ হবে "ঐগুলো"। আয়াতসমূহ যে মূল কিতাবে লিখিত রয়েছে তা অনেক দূরে অবস্থান করছে, সেই অর্থে আয়াতসমূহকে "ঐ গুলো" বলা হচ্ছে।
আয়াতগুলোর ইম্পেক্ট বিশাল বিষয় হওয়ায় দূরের নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠক বা শ্রোতার কাছে আয়াতগুলো পঠিত হওয়ায় অনুবাদকগণ "ঐগুলো"-র পরিবর্তে "এগুলো" অনুবাদ করে থাকেন।
সম্ভ্যাব্য অনুবাদ: আলীফ লাম রা। ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবটির আয়াতসমুহ বা ঐগুলো কিতাবটির আয়াতসমূহ যা স্পষ্ট করে বিষয়সমূহ।

কথা বলা এবং লেখার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যা কিছু বলা হয় তা লিখলে তা সম্পাদনা করতে হবে। লিখিত বিষয়গুলো ফরমাল বিষয়। মৌখিক বক্তব্যগুলো নন ফরমাল। কুরআন যদিও মৌখিক বক্তব্য হিসেবে এসেছিল কিন্তু এটি লিখিত অবস্থায় রয়েছে এবং পরবর্তীতে এটি দুনিয়াতে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শ্রোতাগণ আয়াতসমূহের কোনো লিখিত ভার্সন দেখছিল না। মুসা (আঃ)-এর প্রাথমিক অনুসারীগণ লিখিত ফলক দেখেছিল। অনেকে বলার চেষ্টা করছিল যে, এগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বক্তব্য। আল্লাহ্ নিশ্চিত করছিলেন যে, এটি একটি লিখিত কিতাব থেকে পাঠ করা হচ্ছে। যদিও এটির মধ্যে মৌখিক বক্তব্যের ফ্লেবার অর্থাৎ স্বাদ এবং ভাব রয়েছে। এই ধরণের কম্বিনেশনে মানুষ কোনো কিছু রচনা করতে পারে না।
সুরা ইউসুফের বিষয়বস্তু আহেলি কিতাবীদের কাছে খুবই পরিচিত। তাদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এটি আল্লাহ্ লিখিত কিতাবের আয়াতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে।

الْمُبِينِ

প্রথম আয়াতে **الْمُبِينِ** শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। এটিকে এক শব্দে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। শব্দগত ভাবে মুবিন শব্দটি ইসম ফাইল। ফলে এটিকে ফি'ল-এর মত অনুবাদ করা যায়। এটি কিতাব শব্দের সিফাহ্ হিসেবে কাজ করছে। ফলে এটির অনুবাদ হতে পারে "কিতাবটি যা স্পষ্ট করে বিষয়সমূহ..."।
মুবিন শব্দটির অর্থকে আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে। মুবিন শব্দটির অর্থ হল "সুস্পষ্ট এবং বিশদকৃত/স্পষ্টকৃত" (Clear and Clarifyed). দুটি বিষয়: সুস্পষ্ট এবং এটি বিশদ/স্পষ্ট করে বিষয়সমূহ।

কিতাবের ক্ষেত্রে এটি যখন সিফাহ্ হিসেবে যুক্ত হচ্ছে তখন সুস্পষ্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে,
(১) কিতাবটি এটি সুস্পষ্ট করছে যে এটি কোনা মানুষ রচনা করেনি, মানুষের রচনা থেকে এটি এটিকে পৃথক করছে।
(২) কিতাবটি এর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। বক্তব্যগুলো সরাসরি এবং নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করছে।

(৩) কিতাবটি সুস্পষ্টভাবে মানুষের করণীয় সম্পর্কে বলছে।

এটি শুধুমাত্র সুস্পষ্ট নয়। এটি বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, স্পষ্ট করে থাকে। এটি বিশদ করে:
(১) কীভাবে আমরা জীবনযাপন করব।
(২) সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য।
(৩) সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য।
(৪) ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল এবং ইতিহাস থেকে মিথ্যা বিষয়গুলো অপসারণ করে। কারণ অনেক নাবী-রাসুল সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করা হয়েছিল। কুরআন সেগুলোকে সঠিক করেছে এবং ইতিহাসে রেকর্ড সমূহকে সোজা করেছে।
(৫) ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ?

ফলে দেখা যাচ্ছে কিতাবটিকে এইসব বিষয়সমূহের বিশদ এবং স্পষ্ট করতে হলে তাকে নিজেকে সুস্পষ্ট হতে হবে। কিতাবটি তাই এবং তাই করছে।

পরের বিষয়টি বুঝতে একটি টর্চ লাইটের কথা কল্পনা করা যেতে পারে। টর্চ লাইটের ভিতরে বাল্বে উজ্জল আলো রয়েছে। টর্চের সামনের কাঁচটি যদি ঘোলা হয় তবে আলোটি কী সুস্পষ্ট হবে ? অবশ্যই না। তাহলে এই কাঁচটি পরিস্কার করতে হবে।
ফলে দেখা যাচ্ছে কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং এটি বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু এর সামনের গ্লাসটিকে তো পরিস্কার করতে হবে। অর্থাৎ এটিকে সুস্পষ্টভাবে দেখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে নিজে দেখা যায় এবং অন্যদের দেখানো যায়। যার অর্থ দাঁড়ায় প্রকৃত কুরআন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। যার দায়িত্ব আল্লাহ্ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীদের প্রদান করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে কুরআনে বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ২:১৫৯ *নিঃসন্দেহ যারা গোপন করে রাখে পরিস্কার প্রমাণাবলী ও পথনির্দেশের যে-সব আমরা অবতারণ করেছিলাম এগুলো জণগণের জন্য ধর্মগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করার পরেও, তারাই! -- যাদের আল্লাহ্ লানৎ দেন, আর তাদের বঞ্চিত করে লানৎকারীরা – ১৬০ তারা ছাড়া যারা তওবা করে ও সংশোধন করে, আর প্রকাশ (বিশদ এবং স্পষ্ট) করে, তাহলে তারাই! -- তাদের প্রতি আমি ফিরি আর আমি বারবার ফিরি, অফুরন্ত ফলদাতা।*

মুসলিমদের মধ্যে যারা কুরআনকে নিয়ে কাজ করছে না অর্থাৎ এর শিক্ষা, প্রচার এবং প্রসারে কোন ধরণের প্রচেষ্টা নিচ্ছে না তাদের উপর আল্লাহ্'র অভিশাপ এবং সকল ভূক্তভুগিদের অভিশাপ। যারা তাদের এই ভুল বুঝে তাওবা করবে, নিজেকে সংশোধন করবে এবং কুরআন শিক্ষা, প্রচার এবং প্রসারে কার্যকর ভূমিকা নেবে তাদের তওবা আল্লাহ্ বিশেষভাবে কবুল করবেন।

উক্ত বিশ্লেষনের আলোকে আয়াতটির সম্ভাব্য অনুবাদ হতে পরে :
১. আলিফ-লাম-রা। ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ যা বিষয়সমূহ বিশদ/স্পষ্ট করে।
1 Alif Lam Ra Those are the clear verses of the Scripture that makes things clear and clarify—

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿2﴾
২. নিশ্চয় আমরা একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা চিন্তা করে বুঝতে পার।
2 Certainly we have sent it down as an Arabic Recital so that you [people] may think and understand.

আগের আয়াতে কিতাব শব্দটি ব্যবহার হয়েছে যা এই আয়াতে "আরবি কুরআন" বাক্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতসমুহ একটি মুল কিতাবে লিখিত রয়েছে যার অবস্থান অনেক উপরে। মুল গ্রন্থ সুরক্ষিত, যা অপবিত্র কেউ স্পর্শ করতে পারে না, অর্থাৎ মূল কিতাবে আল্লাহ্ মনোনীত মালাইকাগণ ব্যাতিত অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝٧٧ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝٧٨ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝٧٩ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٠ ৫৬: ৭৭. নিঃসন্দেহ এটি তো এক সম্মানিত কুরআন, ৭৮. এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। ৭৯. কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না পূত-পবিত্র ছাড়া। ৮০ এটি এক অবতারণ বিশ্বজগতের প্রভুর কাছ থেকে।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সেই সুরক্ষিত কিতাবটি আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আরবি কুরআন হিসেবে। এই কথার প্রথম বিষয় হল যে, এটি কুরআন অর্থাৎ আবৃত্তি আকারে নাযিল হয়েছে, লিখিত কিতাব হিসেবে নাযিল হয়নি। দ্বিতীয় বিষয় হল যে, এই আবৃত্তিটি আরবি ভাষায়। এখানে "কুরআনান" শব্দটি এটির শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা হল, বার বার পঠিত আবৃত্তি। আরবি ভাষাটি হল তৎকালিন কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতাদের কথ্য মাতৃভাষা।

এর পরই আল্লাহ্ বলেছেন কেন এটি আরবি ভাষায় আবৃত্তি আকারে নাযিল করেছেন। কারণ হল, যাতে করে এর প্রাথমিক শ্রোতাগণ এর বক্তব্যটি নিয়ে চিন্তা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতাদের কাছে আল্লাহ্ সেইরকম বিষয়টি আশা করছেন এবং সেটার সম্ভবনাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। এর পরের বিষয় হল যে, এটি শুধুমাত্র প্রাথমিক শ্রোতাদের জন্য সহজে বোধগম্য হবে না, পরবর্তীতে যখন এটি প্রচার-প্রসার হবে তখন সব মানুষের জন্য বিষয়টি সঠিকভাবে বোধগম্য হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তাহলে এখন বিশ্লেষন করতে হবে প্রথমত কীভাবে **আরবি ভাষায় কিতাবের আবৃত্তি ভার্সনটি** সেই সময়ের প্রাথমিক শ্রোতাদের চিন্তা এবং সুস্পষ্ট বুঝের জন্য সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত কীভাবে **আরবি ভাষায় কিতাবের আবৃত্তি ভার্সনটি** পরবর্তী জেনারেশন এবং অন্য ভাষাভাষীদের জন্য তাদের চিন্তা এবং সুস্পষ্ট বুঝের জন্য যথাযথ এবং সহজ হয়েছে।

প্রাথমিক শ্রোতাদের জন্য সহজ বোধগম্যতা

আরবদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রীতি ছিল না কিন্তু তাদের ভাষার মান অত্যন্ত উঁচু ছিল। আরবে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ তখনও আবিস্কৃত হয়নি। আরবরা তাদের ভাষার জন্য গর্ববোধ করত। সব ভাষার মালিকানা আল্লাহ্'র। তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে মাতৃভাষা শিখিয়েছেন। আরবদের তৎকালিন ভাষাটি দীর্ঘ দিন যাবত গড়ে উঠেছিল, বাহিরের কোন ধরনের বড় প্রভাব তাদের উপর পড়েনি।

আরবরা ছিল সনাতন মানুষ, মরুভূমির মানুষ এবং যাযাবরের মতো ভ্রমণ করে জীবন-যাপন করত। সেই সময় কেউ আরব ভূখন্ড দখল করতে আগ্রহী ছিল না কারণ সেখানে উর্বর জমি ছিল না এবং এটি ছিল কেবল মরুভূমি। তারা রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের বিভক্তি লাইনে ছিল। সুতরাং আরবদের সাথে কেউ গণ্ডগোল করত না এবং তাদের একা থাকতে দিত কারণ এদের নিয়ে নড়াছড়া করলে তৎকালিন দুই পরাশক্তি রোমান এবং পার্সিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হতে পারে। ফলে আরবরা শত শত বছর যাবত বহিঃ বিশ্বের আগ্রাসন থেকে মুক্ত ছিল। ফলে আরবরা কেবল তাদের নিজেদের সাথে কথা বলত তাই তাদের ভাষা খুব খাঁটি ছিল। অর্থাৎ বাইরের মানুষ সেই সমাজে আসতো না, ফলে সেখানকার বেশীরভাগ মানুষকে কোনো বিদেশীদের সাথে কথা বলতে হতো না। ফলে তারা নিজেদের ভাষায় শুধু নিজেদের সাথে কথা বলত। ফলে তাদের ভাষার অভিব্যক্তিগুলো উন্নত হচ্ছিল। বিষয়টি আরো বুঝতে হলে বর্তমানের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে দেখা যাবে প্রত্যেক ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ফলে ভাষাগুলোর মৌলিকত্ব হারাচ্ছে। সেটি সেই সময় আরবদের মধ্যে একবারেই ছিল না।

আরবদের সেই মৌলিক ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল। ফলে তারা এটিকে মাতৃভাষার মত করে বুঝেছিল। তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তারা স্পষ্টভাবে বুঝেছিল যে, এটি মানুষের রচিত নয়। একদা একটি পদ্য প্রতিযোগিতায় রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে সুরা আল কাউসার পাঠ করা হয়েছিল এবং এটি যে কুরআনের সুরা তা উল্লেখ করা হয়নি। খুব ছন্দময় ছোট সুরাটি যখন পাঠ

করা হয়েছিল তখন পাঠের সাথে সাথে সুরাটির ছন্দের সাথে মিলিয়ে সবাই বলে উঠেছিল " মা হাযা কাউলুল বাসার.. **ما هذا قول البشر**।" যার অর্থ "এটি কোনো মানুষের কথা হতে পারে না"।

কুরআন তাদের মাতৃভাষায় নাযিল হওয়ায় কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতারা এটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল এবং বিশ্বাসীগণ এটি ধারণ করে জীবন পরিবর্তন করেছিল। ফলে ২৩ বছরের ব্যবধানে একটি জাহেল জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। যা মানবজাতির সাফল্যের জন্য রোল মডেল হয়ে রয়েছে।

কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতাদের মধ্যে আহেলি কিতাবীগণও ছিল। তাদের পন্ডিতদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাদের অনুসারীগণ বেশীরভাগ তাদের কিতাব এর মূলভাষা –হিব্রুতে বুঝত না। বর্তমানে মুসলিমগণ যেমন না বুঝে কুরআন পাঠ করে একইভাবে সেই সময় ইহুদীরা তাওরাহ্ পাঠ করত। সেই সম্পর্কে কুরআনের মন্তব্য হল:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ ২:৭৮ *আর তাদের মধ্যে হচ্ছে নিরক্ষর যারা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে উপকথার বেশী জানে না, আর তারা শুধু আন্দাজের উপর চলে!*

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ ২:১২১ *যাদের আমরা গ্রন্থ দিয়েছি তারা উহার তিলাওতের ন্যায্যতা মোতাবেক উহা অধ্যয়ন করে। তারাই এতে ঈমান এনেছে। আর যারা এতে অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।*

কুরআন নাযিল হচ্ছিল আরবি ভাষায় যা তারা স্পষ্ট বুঝছিল। অন্যদিকে তাওরাহ্ এবং ইঞ্জিল-এর হিব্রু ভার্সন থেকে তাদের পন্ডিতগণ আরবিতে খুদবা দিত। ফলে সাধারণ আহলি কিতাবের অনুসারীগণ কোনো একটি বিষয়ে খুদবা থেকে যা শুনত তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট বক্তব্য এবং ব্যাখ্যা কুরআন থেকে পেত। ফলে তাদের মধ্যকার আগ্রহীরা সুস্পষ্ট চিন্তার সুযোগ পেয়েছিল এবং পরবর্তীতে সহজে ইসলাম কবুল করেছিল। অন্যদিকে অস্বীকারকারী পন্ডিতগণ তাদের অনুসারীদের বিভিন্নভাবে ফিরিয়ে আনায় ব্যস্ত ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে আরবি কুরআন আহেলি কিতাবীদের মধ্যে ভিন্ন মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরবর্তী জেনারেশন এবং অনারবদের জন্য সহজ বোধগম্যতা

মৌলিক আরবি ভাষাটির খুব বেশি অভিব্যক্তি ছিল। ভাষাটি যেন ছবি আঁকতো। কোন একটি বিষয়ে অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হত। প্রতিটি প্রতিশব্দকে মনে হত আলাদা একটি ছবি। "আরবি" শব্দের একটি অর্থ হল - আপনি আপনার সমস্ত বোধগুলোকে অত্যন্ত বিস্তৃত উপায়ে বর্ণনা করলেন, সে এটিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করল । এই শব্দের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি শব্দ য়েরবা, যার অর্থ একটি নদীতে পানি উপচে প্রবাহিত হচ্ছে। আরবিতে একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ থাকে। ফলে বলা যায় যে একটি শব্দ থেকে অনেক অর্থ যেন উপচে বের হচ্ছে।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষার মানুষের সাথে অধিক চলাচলের দরুণ সেই সময় মৌলিক আরবি ভাষাটির মান নীচে নামছিল। উমার (রাঃ)-এর শাসন আমলেই সেটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। উমার (রাঃ) আরবদের আরবি শেখার তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আরবি শিখুন, এটি আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে (Learn Arabic, it will enhance your ability to think.)"।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের প্রকৃত বুঝ পাওয়া যাবে মৌলিক আরবি ভাষায়। উমার (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) তাদের সময়েই মৌলিক আরবি ভাষাটি সংরক্ষণের কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল, যা পরবর্তীতে আরো বেশী শক্তিশালী করা হয়েছে। ফলে বলা যায় যে, কুরআনের প্রকৃতভাষা – মৌলিক আরবি ভাষা যেভাবে সংরক্ষিত হয়েছে সেভাবে অন্যকোন ভাষা সুরক্ষিত হয়নি।

কুরআনের মৌলিকত্ব বজায় রাখার জন্য এটি অত্যবশকীয় ছিল এবং সেটা করা হয়েছে। ফলে পরবর্তী জেনারেশনে কুরআন বোঝার জন্য মানুষ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআনের ভাষা শিখেছিল। এমনি কি অমুসলিমগণও ব্যাপকভাবে আরবি শিখেছিল ঠিক যেমন বর্তমান সময়ে মুসলিমগণ আরবি বাদ দিয়ে ইংরেজী ভাষা শিখছে।

সময়ে সাথে সাথে সব ভাষা পরিবর্তিত হয়। কুরআন বোঝার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সেট করা হয়েছি এবং এটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে এটি এখন সবার জন্য শেখার সমান সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একটি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। বর্তমানে আরবি ভাষাভাষিদেরও কুরআনের ভাষা আলাদাভাবে শিখতে হয়। কুরআনের ভাষার গবেষণার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানে অনারব পন্ডিতদের প্রাধান্য অনেক অনেক বেশি।

تَعۡقِلُوۡنَ ফিল শব্দটির দুইটি বিষয় রয়েছে – চিন্তা করা এবং বোঝা। এই শব্দটি আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও নির্দেশ করে।

চিন্তার সঠিক রাস্তা সঠিক বুঝের দিকে নিয়ে যায় অন্যদিক চিন্তার ভুল রাস্তা ভুল বুঝের দিকে নিয়ে যায়। আরবি কুরআন আপনাকে সঠিক দিকে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করবে যাতে আপনি আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সুতরাং এটি আপনার উপর ব্রেকের মতো কাজ করবে যাতে আপনার বুঝ যথাযথ হয়।

কুরআন জ্ঞানের পরিমানের উপর জোর দিচ্ছে না, এটি চিন্তাভাবনা এবং বোঝার উপর জোর দিচ্ছে। কারও কাছে খুব অল্প পরিমাণ জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু সে যদি সঠিক উপায়ে চিন্তা করতে পারে তাহলে তার বুঝ স্পষ্ট। অন্যের দিকে বিপুল পরিমাণে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি ভুল চিন্তাভাবনার ফলে বিশাল ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে পড়ে যায়। কুরআন মানুষের হৃদয় এবং মনের মাঝে ভারসাম্য রেখে চিন্তা করতে শেখায়।

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ খুব কম ছিল। শৈশবে পিতার সঙ্গে যে সময়টুকু ছিলেন সে সময় তিনি কিছু মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন। তবে সঠিকভাবে চিন্তার করার সক্ষমতার জন্য তিনি যৌবনের বড় ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন এবং মিশরের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

উক্ত বিশ্লেষনের আলোকে আয়াতটির সম্ভাব্য অনুবাদ হতে পরে :

اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا নিশ্চয়ই আমরা এটিকে নাজিল করেছি একটি আরবি কুরআন (বার বার পঠিত আবৃত্তি) হিসেবে।

لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ যাতে করে/সম্ভবত/আশাকরা যায় যে তোমরা যুক্তি-বিবেক প্রয়োগ করে বুঝতে পারবে।